দৈনিক খবর ৪৫

তারিখ 19 AUG 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ক্যাম্পাসে আবার সন্ত্রাস

গত বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আবার ভাঙচুর, গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে। এবার সংঘর্ষ বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে নয়, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একজন নেতাকে জামিনে মুক্তি পাবার পর জেলগেট থেকে পুনরায় গ্রেফতারের প্রতিবাদে এই সহিংসতা চালানো হয়। প্রতিবাদ স্পষ্টতই গ্রেফতারের বিরুদ্ধে। সে অর্থে সরকারী একটি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে। পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে মৃদু। কিন্তু সব আক্রোশ উথলে পড়েছে গাড়ী–ঘোড়ার উপর। ৪টি গাড়ী ভাঙচুর ও ২টি গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এর মধ্যে ২টি প্রাইভেট কার। সন্ধ্যায় ক্যাম্পাসে কয়েক রাউণ্ড গুলীবর্ষণের ঘটনাও ঘটে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়ী পোড়ানো ও ভাঙচুরের পর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ, গোলাগুলী, সন্ত্রাস, ছাত্রহত্যা নতুন ব্যাপার নয়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে সশস্ত্র সংঘর্ষে একজন নেতা প্রাণ হারায়। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল প্রায় দেড় মাস। সন্ত্রাসের জের ধরে অতীতে প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে। কোন ছাত্র সংগঠনই দায় নেয়নি। কেবল পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগ এসেছে। খেসারত দিতে হয়েছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের। সেশন পিছিয়ে গেছে বছরের পর বছর। অভিভাবকদের উদ্বেগ বেড়েছে।

এবারের সন্ত্রাসের ঘটনায়ও উদ্বিগ্ন হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বুধবার থেকে সকল বিভাগে তৃতীয় বর্ষের অনার্স পরীক্ষা শুরু হয়েছে। পরদিন থেকে সকল বিভাগে মাস্টার্স পরীক্ষা শুরু। এ সময়ে ক্যাম্পাসে অস্বাভাবিক পরিবেশ পরীক্ষার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তার ব্যাপার। এটা কারো কাম্য নয়।

অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতা দীর্ঘদিন কারাবন্দী। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলাসহ বেশ কয়েকটি মামলা আছে। জামিন লাভের পর জেলগেট থেকে পুনরায় তাকে ডিটেনশনে আটক করা হয়। পুনরায় গ্রেফতারের মতলবই যদি সরকারের ছিল, তাহলে কেন এর ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সরকার পূর্বপ্রস্তুতি নেয়নি। অনায়াসে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতো। তা হলে অন্ততঃ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের হাত থেকে গাড়ীগুলো রক্ষা পেতো। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অশান্ত পরিবেশ মোকাবেলায় সরকারের রহস্যজনক আচরণের ব্যাপারে অতীতেও বারবার প্রশ্ন উঠেছে। এবারও প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্লিপ্ততার সুযোগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যখন তখন সন্ত্রাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠুক—এই গৎবাঁধা ধারা আর কতকাল চলবে?

গত কয়েক মাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ তুলনামূলক শান্ত ছিল। এর মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে ডাকসু নির্বাচন হয়েছে। গত বছর ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে সংঘর্ষ ও গোলাগুলী হয়েছিল। ছাত্রী মিছিলে হামলা হয়েছিল। একজন ছাত্র গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল। এবার নির্বাচনে ছাত্রদল জয়ী হয়। নির্বাচন নিয়ে কিংবা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর কোন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। ছাত্র–শিক্ষক–অভিভাবক সবাই আশ্বস্ত হয়েছিলেন। সবাই ধরে নিয়েছিলেন, বড় ফাঁড়া যখন কেটে গেছে, এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ হয়ত স্থায়ী হবে। কিন্তু বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এখন ডাকসু নেতৃত্বে রয়েছে। তাদের বোঝা উচিত ছিল যে, ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে তাদের দায়িত্বই এখন সবচেয়ে বেশী। প্রতিবাদের অনেক পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। সন্ত্রাস সৃষ্টি দলীয় ভাবমূর্তির জন্য বা ছাত্র–শিক্ষক–অভিভাবক ও জনসাধারণ—কারো জন্যই মঙ্গলজনক নয়।